অধ্যায়-১: ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

১. ১৭৫৭ সাল থেকে বাংলাদেশে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয়– ঔপনিবেশিক শাসন।

২. অন্য কোনো দেশের উপর জুড়ে বসাকে বলা হয়– দখলদারদের উপনিবেশ।

৩. খ্রিষ্টপূর্ব যুগে বাংলায় প্রবেশ করেছিল– আর্যরা।

৪. খ্রিষ্টপূর্ব ৩ শতকে বাংলার উত্তরাংশ দখল করেন ভারতের মৌর্য সম্রাট– মহামতি অশোক।

৫. মৌর্যদের পর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়– গুপ্ত সাম্রাজ্য।

৬. শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় অরাজকতা চলতে থাকে– একশত বছর।

৭. ১২০৪ সাল থেকে ১২০৬ সাল পর্যন্ত বাংলার পশ্চিমে নদীয়া ও উত্তর বাংলার কিছুটা অংশ দখলে ছিল– বখতিয়ার খলজির।

৮. দিল্লির মুসলিম সুলতানদের প্রদেশ বা বিভাগকে ফারসি ভাষায় বলা হতো– 'ইকলিম'।

৯. ১৫৩৮ সালে অবসান ঘটে– বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের।

১০. ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর অবসান ঘটে– মোগল শাসনের।

১১. ইউরোপে যুগান্তকারী বাণিজ্য বিপ্লবের সূচনা হয়– ১৪শ শতক থেকে।

১২. ইউরোপের যুদ্ধরত বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়– ১৬৪৮ সালে।

১৩. ১৬৮০-৮৩ এই চার বছরে শুধু ইংল্যান্ড থেকে বাংলার রপ্তানি আয় দাঁড়ায়– দুই লক্ষ পাউন্ড বা তৎকালীন হিসেবে আঠারো লক্ষ টাকা।

১৪. বাংলায় কল-কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা করেছে– ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমাররা।

১৫. পলাশির যুদ্ধের আগে এবং মীর জাফর ও মীর কাশিমের আমলে বাংলার প্রচুর সম্পদ পাচার হয়– ইংল্যান্ডে।

১৬. ১৬৮২ সালে বাংলার ইংরেজ কোম্পানিগুলোর গভর্নর হিসেবে হুগলিতে আসেন– উইলিয়াম হেজেজ।

১৭. ১৬৮৭ সাল থেকে ১৬৯০ সাল পর্যন্ত মোগল শক্তির বেশ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়– ইংরেজদের সাথে।

১৮. সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসেন– ২২ বছর বয়সে।

১৯. মারওয়ারি ব্যবসায়ীরা এসেছিল– রাজপুতনা থেকে।

২০. পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের পর বাংলার ইতিহাসে শুরু হয়– ঔপনিবেশিক শাসন।

২১. ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডে স্থাপিত হয়– দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

২২. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩০ সালে বাংলায় প্রবেশ করলেও টিকে থাকতে পারেনি– ইংরেজ কোম্পানির সাথে।

২৩. ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ফরাসিরা বাংলায় প্রবেশ করে– ১৬৬৪ সালে।

২৪. মীর জাফরকে নবাব বানালেও মূল ক্ষমতা চলে যায়– ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে।

২৫. ক্লাইভ দিল্লি সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন– ১৭৬৫ সালে।

২৬. ক্লাইভ বাংলায় কিছুদিন চালিয়ে যান– দ্বৈতশাসন।

২৭. ১৭৬৮ সাল থেকে তিন বছরের অনাবৃষ্টির ফলে বাংলায় দেখা দেয়– দুর্ভিক্ষ।

২৮. ইংরেজ শাসন আমলে এ দেশে শিক্ষা বিস্তারসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা করেন– ইংরেজ গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ও লর্ড হার্ডিঞ্জ।

২৯. ১৮৫৭ সালে ইংরেজ অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়ে– সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ।

৩০. ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পালার্মেন্টে পাস হয়– ভারত শাসন আইন।

৩১. ভারত শাসন আইন জারির ফলে অবসান ঘটে– দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের।

৩২. ১৮৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যক্রম শুরু হয়– বঙ্গীয় আইনসভার।

৩৩. বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়– ১৮৫৩ সালে।

৩৪. ব্রিটিশ শাসন আমলে গোটা ভারত ছিল– ব্রিটেনের উপনিবেশ।

৩৫. ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন– ওয়ারেন হেস্টিংস।

৩৬. উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৮৫৭ সালে।

৩৭. ব্রিটিশ শাসনামলে সমাজ সংস্কারে নিযুক্ত হন– রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৩৮. ১৯৪০ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির ফর্মুলা প্রদান করে– মুসলিম লীগ।

৩৯. ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করার প্রস্তাব রাখেন– ১৯০৩ সালে।

৪০. পূর্ব বাংলার জনগণকে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে হয়– ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকে।

অধ্যায়-২: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১. মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ - ১৯৭০ সালের নির্বাচন।

২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে উভয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল- আওয়ামী লীগ।

৩. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেছিল- ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি

৪. একদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয় আর অন্যদিকে তা বানচালের জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন- জুলফিকার আলী ভুট্টো।

৫. ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিতে এগিয়ে আসে- ছাত্র, শিক্ষক, পেশাজীবী ও মহিলা সংগঠনগুলো।

http://teachingbd.com

৬. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের আরেক অধ্যায় হলো- অসহযোগ আন্দোলন।
৭. ২রা মার্চ ঢাকার শহরে ও ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতালের ডাক দেয় - আওয়ামী লীগ।
৮. দেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২রা মার্চ সকাল ১১টায়।
৯. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে ঘোষণা দেন- স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার।
১০. বৃহত্তম আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়- ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে।
১১. নির্বাচিত দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেওয়া হয়- ৭ই মার্চের ভাষণে।
১২. বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে বুঝেছিলেন যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না- ইয়াহিয়া ও ভুট্টো।
১৩. গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রকাশ্য নির্দেশ দেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
১৪. ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ভবিষ্যৎ নতুন রাষ্ট্রের নামকরণ করা হয়- বাংলাদেশ।
১৫. ৭ই মার্চের ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার কথা না বললেও বাঙালিকে প্রস্তুত করেন- যুদ্ধ, মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য।
১৬. বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় ইয়াহিয়া ঘোষিত ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে ঘোষণা করেন- ৪টি পূর্বশর্ত।
১৭. বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়- বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে।
১৮. বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর বিক্ষুব্ধ জনতা বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে- পাকিস্তানি বাহিনীকে।
১৯. বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র আরোপিত হলেও নিয়ন্ত্রিত হয়নি- সেনানিবাস।
২০. ইয়াহিয়া-ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন- ২৫ শে মার্চ রাতে।
২১. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যা পরিচালিত হয় তার নাম - অপারেশন সার্চলাইট।
২২. পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অস্ত্র ও রসদ বোঝাই এম.ভি. সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে - ৩রা মার্চ।
২৩. অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়- পাক বাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে।
২৪. ঢাকার বাইরে অপারেশনের প্রধান দায়িত্ব পান- মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা।
২৫. সার্বিকভাবে অপারেশন সার্চলাইট এর পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করেন- গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান।
২৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ পরিচালিত হয়- গভীর রাতে।
২৭. মার্চের এই গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রসহ নিহত হন - ৩০০ জন।
২৮. শুধু ২৫শে মার্চ রাতেই ঢাকায় নিহত হয়- ৭ থেকে ৮ হাজার।
২৯. ঢাকার বাইরে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি সেনাকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে- সেনানিবাস, ইপিআর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে।
৩০. ২৫ শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে- ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে।
৩১. চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে রূপান্তরিত করে করা হয় - স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।
৩২. ২৫শে মার্চ দুপুরে এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করে - চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান।
৩৩. ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন - মেজর জিয়াউর রহমান।
৩৪. মুক্তিযুদ্ধে প্রাথমিক প্রস্তুতি বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে এটি রূপ নেয় - গণযুদ্ধের।
৩৫. মুক্তিযুদ্ধে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বেশি পরিচিতি লাভ করে - মুজিবনগর সরকার হিসেবে।
৩৬. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় - ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল।
৩৭. মুজিবনগর সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান - অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
৩৮. মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে প্রধানত ভাগ করা হয়েছে- দুই ভাগে।
৩৯. বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হয় - ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে।
৪০. মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
৪১. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন- কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী।
৪২. যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়- ১১টি সেক্টরে।
৪৩. ১১টি সেক্টরে নিযুক্ত করা হয় - ১১ জন সেক্টর কমান্ডার।
৪৪. ১১টি সেক্টর ও তার অধীন সাব-সেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে বিভক্ত করা হয়- তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে।
৪৫. মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল- দুই ভাগে।
৪৬. ছাত্রলীগের বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয়- মুজিববাহিনী।
৪৭. অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল- গণবাহিনী বা এফ.এফ।
৪৮. শুধু স্থলপথে নয় নৌপথে পরিচালিত হতো - অপারেশন জ্যাকপট।
৪৯. ঢাকার গেরিলা দল যে নামে পরিচিত ছিল তা হলো- ক্র্যাক প্লাটুন।
৫০. মংলা বন্দরে মুক্তিযোদ্ধা নৌ-কমান্ডোগণ সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে- ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে।

http://teachingbd.com

৫১. তখনকার হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল- সাড়ে ৭ কোটি মানুষ।
৫২. মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকটি - সহযোগী সংগঠন।
৫৩. 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হয় - ৯ই এপ্রিল।
৫৪. খুলনায় সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় - ১৯৭১ সালের মে মাসে।
৫৫. পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবি অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য যে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করে- আলবদররা।
৫৬. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী তথাকথিত বেসামরিক সরকার গঠিত হয়- ১৭ই সেপ্টেম্বর।
৫৭. আলবদর ছিল সাক্ষাৎ- যমদূত।
৫৮. সমগ্র ইউরোপে প্রবাসীদের আন্দোলন চলে- যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করে।
৫৯. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন- জাতিসংঘের ৪৭টি দেশের প্রতিনিধিরা।
৬০. মুজিবনগর সরকার দিল্লি ও কলকাতায় স্থাপন করে- দুটি মিশন।
৬১. ২৫ শে মার্চ থেকে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে- ভারত সরকার।
৬২. গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে ভারতে আশ্রয় নেয় - প্রায় এক কোটি শরণার্থী।
৬৩. ভারতের মাটিতে সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া হয়- বাঙালি যুবকদের।
৬৪. বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য বিদেশে সফর করেন - তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।
৬৫. ভারতের বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তান বিমান হামলা চালায় - ৩রা ডিসেম্বর।
৬৬. ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় - ৬ই ডিসেম্বর।
৬৭. ভারত সরকার শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য নতুন একটি কর আরোপ করে যার নাম হলো - শরণার্থী কর।
৬৮. যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থনে ভারত মহাসাগরে পাঠায় তাদের - সপ্তম নৌবহর।
৬৯. পুরোটা সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে খবর প্রচার করে গেছেন- বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালি।
৭০. বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের জন্য ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন- সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি।
৭১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায় - জুন মাস থেকে।
৭২. ট্যাংকসহ দুই ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য যশোরে ঘাঁটি স্থাপন করে - ১৩ই নভেম্বর।
৭৩. বাংলাদেশ ও ভারত সরকার মিলে গঠন করে- যৌথ কমান্ড।
৭৪. ভারতীয় বাহিনীকে বলা হয়- মিত্রবাহিনী।
৭৫. ৬ই ডিসেম্বর ভারত সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় - বাংলাদেশকে।
৭৬. কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী শহর মিত্রবাহিনীর দখলে আসে- ৮ থেকে ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে।
৭৭. ঢাকার বিভিন্ন সামরিক অবস্থানের ওপর যৌথ বাহিনীর বিমান হামলা চালায় - ১২ই ডিসেম্বর।
৭৮. ঢাকা ছাড়া অন্য শহর ও সেনানিবাসে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে - ১৪ই ডিসেম্বর।
৭৯. ভয়ে পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন - গভর্নর ড. মালিক।
৮০. যৌথবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্যাম মানেকশের আহবানে উভয় পক্ষ আত্মসমর্পণ করে- ১৬ই ডিসেম্বর, বিকাল তিনটায়।
৮১. পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল- পুরো নয় মাস জুড়ে।
৮২. দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা থেকে তারা হত্যা করে- বুদ্ধিজীবীদের।
৮৩. ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল- প্রায় এক কোটি মানুষ।
৮৪. মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে- ত্রিশ লক্ষ মানুষ।
৮৫. পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশকে তৈরি করেছিল অনেকগুলো- বধ্যভূমি।
৮৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে - ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে।
৮৭. যৌথবাহিনীর অধিনায়ক - লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।
৮৮. লে. জেনারেল নিয়াজী ও লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে পরাজয় ঘটে- পাকিস্তানি বাহিনীর।
৮৯. ঢাকার বাইরে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ করে- ২২ শে ডিসেম্বর।
৯০. সামরিক ও বেসামরিক মিলে আত্মসমর্পণ করে- ৯১ হাজার ৬৩৪ জন সৈন্য।

অধ্যায়-৩: বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা

১. মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে এগুলোই হলো— সংস্কৃতি।
২. একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয়কেই বলে— শিল্পকলা।
৩. ছাঁচ অনুযায়ী মাটির তৈরি ইট দিয়ে বানানো হতো— মন্দির।
৪. মাটির ফলক বা পাত দিয়ে তৈরি জিনিসকে বলে— টেরাকোটা।
৫. রামায়ণের কাহিনীর চিত্র ফুটে উঠেছে— কান্তজির মন্দিরে।
৬. পোড়ামাটির প্রচুর কাজ আছে— পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে।

Teachingbd.com

৭. পাল যুগে তালপাতার পুঁথিগুলো ছিল– বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের।
৮. প্রাচীন বাংলার বেশ খ্যাতি ছিল– দুকূল কাপড়ের।
৯. বাংলায় যে কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল তা হলো– মসলিন কাপড়।
১০. বাংলায় ইরানি তুরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে– স্থাপত্যশিল্পে
১১. বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম হলো– চর্যাপদ।
১২. প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন– পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
১৩. বৌদ্ধ সাধকরা এগুলো লিখেছিলেন– প্রায় দেড় হাজার বছর আগে।
১৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
১৫. আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছিল– শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে।
১৬. দেশীয় দেবদেবিকে নিয়ে যে কাব্য কাহিনী রচিত হয় তা হলো– মঙ্গলকাব্য।
১৭. চর্যাগীতির রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন– লুই পা ও কাহ্ন পা।
১৮. উনিশ শতকে আমাদের দেশে সূচনা হয়– বাংলা গদ্যের।
১৯. মাত্র কুড়ি বছরে ছয় হাজারের মতো গান লিখেছেন– কাজী নজরুল ইসলাম।
২০. প্রধানত হিন্দু সমাজে হতো– কীর্তন গান।
২১. জাতির মননের প্রতীক হলো– বাংলা একাডেমি।
২২. প্রত্যেক জেলা শহরে শাখা রয়েছে– শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমির।
২৩. স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই গণসঙ্গীতের চর্চা করে আসছে– উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী।
২৪. আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস লিখেছেন– এনামুল হক।
২৫. বাঙালির মন রসসিক্ত হয়েছে– রবীন্দ্র-নজরুলের অবদানে।
২৬. লোকগানের সম্রাট ও যুবরাজ বলা হয়– আব্বাস উদ্দিন ও আবদুল আলীম কে।
২৭. বাঙালির মুসলমান সমাজে নৃত্যচর্চার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন– বুলবুল চৌধুরী।
২৮. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেছিলেন– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
২৯. বাংলার লোকসাহিত্য ও পুঁথিসাহিত্য সংগ্রহ করেন– আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন।
৩০. চিত্রকলার পথিকৃৎ ধরা হয়– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে।

অধ্যায়-৪: ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নপরিচয়

১. বাংলাদেশে ইংরেজদের দুইশত বছরের শাসনামলই– ঔপনিবেশিক যুগ।
২. 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ হলো– পুরনো বা প্রাচীন।
৩. ঢাকার মসজিদগুলো তৈরি– মোঘল স্থাপত্যরীতিতে।
৪. ঔপনিবেশিক যুগে আগের তৈরি ঢাকা শহরে নির্মিত হয়েছিল– ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালী মন্দির।
৫. ঢাকা শহরে নির্মিত সবচেয়ে পুরনো গির্জা হলো– 'আর্মেনিয়ান চার্চ'।
৬. উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে রানি ভিক্টোরিয়ার নামে নির্মিত হয়– ভিক্টোরিয়া পার্ক।
৭. প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস জড়িয়ে আছে– আন্টাঘর ময়দানের নামের সাথে।
৮. ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শুরু হয়– সিপাহি বিদ্রোহ।
৯. শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নামে নির্মিত হয়– বাহাদুর শাহ পার্ক।
১০. ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে নওয়াবরা তৈরি করে– আহসান মঞ্জিল।
১১. উনিশ শতকের ব্যবসায়ীরা বসবাসের জন্য বেছে নেন– সোনারগাঁওয়ের পানাম এলাকাটি।
১২. পানামনগরে এখনও ইমারত রয়েছে– ৫২টি।
১৩. পথের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে ইমারত রয়েছে– ৩১ ও ২১টি।
১৪. সরদার বাড়ি বা বড় সরদারবাড়ির নির্মাণকাল– ১৯০১ সালে।
১৫. নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদ এখন পরিচিত– উত্তরা গণভবন নামে।
১৬. ময়মনসিংহ শহরে জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– ১৯৬৯ সালে।
১৭. সরদার বাড়ি বা বড় সরদার বাড়ির দোতলায় রয়েছে– ৭০টি কক্ষ।
১৮. কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের নানা জিনিস স্থান পেয়েছে– রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়িতে।
১৯. নবাব, জমিদার ও ইংরেজ শাসনকালের বেশ কিছু প্রত্নসম্পদ রয়েছে– বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে।
২০. বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পরিচালনা করেন– ময়মনসিংহ শহরের জাদুঘরটি।

অধ্যায়-৫: সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন

১. সমাজের নিয়ম-নীতি আয়ত্ত করাই হলো– সামাজিকীকরণ।
২. সামাজিকীকরণের প্রথম ও প্রধান বাহন হচ্ছে– পরিবার।
৩. সামাজিকীকরণের শক্তিশালী বাহন হচ্ছে– পরিবার।
৪. পরিবারের পর শিশুর সামাজিকীরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে– স্থানীয় সমাজ।

http://teachingbd.com

৫. একে অন্যকে প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়— ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলি।
৬. সামাজিকীকরণ হলো— একটি চলমান প্রক্রিয়া।
৭. মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করার মাধ্যম হলো— রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
৮. সামাজিকীকরণ প্রয়োজন— ব্যক্তির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য।
৯. সাহিত্য, সমিতি, সাংস্কৃতিক সংঘ, বিজ্ঞান ক্লাব প্রভৃতি হলো— স্থানীয় সমাজের উপাদান।
১০. শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়— শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।
১১. যে প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ ও তা ব্যবহার করা হয় তাই হলো- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।
১২. জনগণের কাছে সংবাদ, মতামত ও বিনোদন পরিবেশন করা হয়— গণমাধ্যমের মাধ্যমে।
১৩. ইলেক্ট্রনিক কমার্সকে সংক্ষেপে বলা হয়— ই-কমার্স।
১৪. জনশিক্ষার প্রধান মাধ্যম হলো- সংবাদপত্র।
১৫. ইলেক্ট্রনিক মেইল এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো— ই-মেইল।
১৬. সমাজের মানুষের মূল্যবোধ ও রুচির অবনতি ঘটায়— অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র।
১৭. দেশ ও দেশের বাইরে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগকে সহজ করেছে— ইন্টারনেট।
১৮. অনলাইনে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পণ্য লেন-দেন পদ্ধতি হলো— ই-কমার্স।
১৯. আধুনিক বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে— ফেসবুক ও টুইটার।
২০. টেলিভিশন নবীন প্রজন্মের মানুষকে পরিচিত করে— দেশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে।

অধ্যায়-৬: বাংলাদেশের অর্থনীতি

১. Gross Domestic Product এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো- GDP.
২. GNP এর পূর্ণরূপ হলো- Gross National Product.
৩. ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল- ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০৭ কোটি টাকা।
৪. ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ছিল- ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা।
৫. মৎস্য খাতে দেশজ উৎপাদনের অবদান ছিল- ৪.৩৭ শতাংশ।
৬. শিল্পখাতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে অবদান ছিল- ১৯.৫৪ শতাংশ।
৭. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা বিকশিত হচ্ছে- সরকারি ও বেসরকারি খাতকে নিয়ে।
৮. ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে অবদান পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্যে- ১৪.০৫ শতাংশ।
৯. ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে অবদান ছিল পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের - ১০.৭৬ শতাংশ।
১০. ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২.৪৯ শতাংশ অবদান রাখে- স্বাস্থ্য ও সেবা খাত।
১১. মানুষ যখন সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারে তখনই পরিণত হয়- শক্তিতে।
১২. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সাহায্যে।
১৩. দেশের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে- জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব।
১৪. প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের প্রেরিত অর্থকে, বলে- রেমিটেন্স।
১৫. জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ আসে- রেমিটেন্স থেকে।
১৬. বাংলাদেশে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১০ সালের মার্চ পর্যন্ত বিদেশে কর্মরত ছিল - ৫৯ লাখ মানুষ।
১৭. ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্স ছিল- ৯৬৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
১৮. ২০০৮ সালের বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল- ১২ তম।
১৯. ২০০৯ সালে তা উন্নীত হয়- ৮ম স্থানে।
২০. এ সময় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল - দ্বিতীয় স্থানে।

অধ্যায়-৭: বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা

১. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়- ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে।
২. রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে- সরকার।
৩. সরকারকে প্রধানত ভাগ করা হয়েছে- দুই ভাগে।
৪. গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে- জনগণের হাতে।
৫. নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রধান ক্ষমতা লাভ করে— উত্তরাধিকার সূত্রে।
৬. কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে— একাধিক সরকারে।
৭. সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে।
৮. আইন ও শাসন বিভাগের আলোকে গণতান্ত্রিক সরকাকে ভাগ করা হয়েছে- দুই ভাগে।
৯. বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে- মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার।
১০. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার দায়বদ্ধ থাকে না- আইন বিভাগের নিকট।
১১. রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল হলো- সংবিধান।
১২. রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়- সংবিধান অনুযায়ী।
১৩. বাংলাদেশের সংবিধান চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হয়- ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর।
১৪. বাংলাদেশে এ যাবৎ সংবিধান সংশোধন হয়েছে- ১৫ বার।

Teachingbd.com

১৫. সার্বজনীন ভোটাধিকার দেয়া হয়েছে– ১৮ বছর বয়সীদের।
১৬. সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী গৃহীত হয়- ২০১১ সালের ৩০ শে জুন।
১৭. সংবিধানে অনুচ্ছেদ রয়েছে- ১৫৩ টি।
১৮. বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে- এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার।
১৯. বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা যাবে সংসদ সদস্যদের– দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে।
২০. সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে– ইসলামকে।
২১. বাংলাদেশ সংবিধানে মূলনীতি রয়েছে- চারটি।
২২. বাঙালি জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য সৃষ্টির মূল কারণ হলো- একই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য।
২৩. সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো- সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
২৪. ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়েছে- রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে।
২৫. রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি বলা হয়- সরকারকে।
২৬. সরকারের কাজ সম্পাদনের জন্য বিভাগ রয়েছে– তিনটি।
২৭. সরকারের সর্বোচ্চ কেন্দ্র বলতে আমরা বুঝি- সুপ্রিম কোর্টকে।
২৮. জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা– মোট ৩৫০ জন।
২৯. জাতীয় সংসদ পরিচালনা করেন- একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার।
৩০. সুপ্রিম কোর্টে বিভাগ রয়েছে- দুইটি।
৩১. রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বিচার বিবেচনা করে- আইন বিভাগ।
৩২. শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি পারেন- চরম শাস্তি মওকুফ বা হ্রাস করতে।
৩৩. সংবিধানের বিভিন্ন ধারা বা আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে- বিচার বিভাগ।
৩৪. মামলা মোকদ্দমার মীমাংসামূলক কাজটি করে থাকে- বিচার বিভাগ।
৩৫. স্থানীয় সরকার কাঠামো বিকশিত হয়েছে- গ্রাম ও শহরাঞ্চলে।
৩৬. তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো চালু আছে- গ্রামাঞ্চলে।
৩৭. দেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা- ৪,৫৫০টি।
৩৮. বাংলাদেশে বর্তমানে উপজেলা পরিষদ রয়েছে - ৪৮৭টি।
৩৯. বাংলাদেশে মহানগরের সংখ্যা- ১১টি।
৪০. সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হয়- মেয়র।
৪১. স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি থাকে- স্থানীয় সরকারের হাতে।
৪২. গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের দায়িত্ব- ইউনিয়ন পরিষদের।
৪৩. গ্রামাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে - পৌরসভা।
৪৪. গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থার দায়িত্ব- ইউনিয়ন পরিষদের।
৪৫. পাঁচশালাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে- উপজেলা পরিষদ।
৪৬. জেলার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজ করে থাকে- জেলা পরিষদ।
৪৭. বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ করে– উপজেলা পরিষদ।
৪৮. গ্রামাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব -ইউনিয়ন পরিষদের।
৪৯. সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের কাজ - পৌরসভার।
৫০. শহর এলাকার মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের কাজ করে- পৌরসভা।

অধ্যায়-৮: বাংলাদেশের দুর্যোগ

১. পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে- পানি, বায়ু ও অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়ে।
২. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বৃক্ষনিধন ও শিল্প-কারখানার কারণে নষ্ট হচ্ছে- পরিবেশের ভারসাম্য।
৩. গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি আচ্ছাদন হচ্ছে– গ্রিনহাউস।
৪. গত এক শতাব্দীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়েছে– শতকরা ২৫ ভাগ।
৫. গত এক শতাব্দীতে নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে– ১৯ ভাগ।
৬. সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ট্রপোস্ফিয়ারের উচ্চতা– ১২ কি.মি.।
৭. সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে– ওজন স্তর।
৮. ক্যান্সার, চর্মরোগের আবির্ভাব ঘটার পেছনে দায়ী- সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি।
৯. শিল্প কারখানার বর্জ্য ও কালো ধোঁয়া থেকে নির্গত হয়- পারদ, সিসা ও আর্সেনিক।
১০. পৃথিবীর ফুসফুস হলো- মহাসমুদ্র।
১১. আকস্মিকভাবে ঘটে- প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
১২. মানুষের অপকর্ম বা দূরদৃষ্টির অভাবে ঘটে- মানবসৃষ্ট দুর্যোগ।
১৩. সুনামি হচ্ছে- প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম।
১৪. জাপানের উত্তর-পূর্ব এলাকায় সুনামি সংঘটিত হয়- ২০১১ সালে।
১৫. সুনামি আঘাত হেনেছিল- টোকিও শহরের প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে।
১৬. জাপানে পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়- পাঁচটি।
১৭. ভূমিধসের কারন হলো- বৃষ্টিপাত।
১৮. ভূ-আলোড়নের ফলে সামুদ্রিক ঢেউয়ের গতিবেগ ঘণ্টায় হতে পারে - ৮০০ থেকে ১৩০০ কি.মি. পর্যন্ত।
১৯. এদেশে বনভূমি থাকা প্রয়োজন- ২৫ ভাগ।
২০. জলাভূমি ভরাট হওয়ায় একটু বৃষ্টি হলেই সৃষ্টি হয়- জলাবদ্ধতা।
২১. বাংলাদেশ একটি- দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল।
২২. শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও মেয়েদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে - ৫ নং বিপদসংকেত ও মহাবিপদ সংকেত শোনার পর।
২৩. পানি পান করতে হবে- ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ফিটকারি দিয়ে।
২৪. সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে- দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায়।
২৫. দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে- শুকনো খাবার ও নগদ অর্থ।
২৬. খরার পর কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের বদলে ব্যবহার করতে হবে- জৈব সার।

http://teachingbd.com

২৭. যে এলাকা ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে আছে তাকে - ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা বলে।
২৮. আগে থেকে পূর্বাভাস জানা যায় না- ভূমিকম্প সম্পর্কে।
২৯. শক্ত টেবিল বা কাঠের আসবাবপত্রের নিচে অবস্থান নিতে হবে- ভূমিকম্পের সময়।
৩০. লিফট ব্যবহার করা যাবে না- ভূমিকম্পের সময়।

অধ্যায়-৯: বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

১. একটি দেশের উন্নতি নির্ভর করে সে দেশের - অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও জনসংখ্যানীতি প্রয়োগের ওপর।
২. দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণই হলো- দেশটির জনসংখ্যানীতি।
৩. বাংলাদেশে প্রতি বছর জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়- ২রা ফেব্রুয়ারি।
৪. শিশু মৃত্যু হার হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করে- ২০১০ সালে।
৫. চাকরির ক্ষেত্রে কোটা প্রথা চালু করা হয়েছে- নারীর ক্ষমতায়নের জন্য।
৬. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে - NGO গুলো।
৭. বেসরকারি সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে- বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য।
৮. শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমানো হলো- বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতির লক্ষ্য।
৯. প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে- নিরক্ষতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য।
১০. আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে- নারীর অংশগ্রহণকে।
১১. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ও মানুষের সচেতনতার কারণে কমেছে- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।
১২. শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে- চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে।
১৩. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিনত করা যায়- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।
১৪. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার সাফল্য দেখিয়েছে- ভারত ও শ্রীলঙ্কা।
১৫. তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে গেছে- ভারত
১৬. তথ্য-প্রযুক্তিখাতের ২৩ ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির উপর নির্ভরশীল- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
১৭. কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার করা হয়েছে- জনসংখ্যাকে সম্পদের পরিণত করার জন্য।
১৮. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে।
১৯. শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশগুলোতে প্রেরণ করা হচ্ছে- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে।
২০. বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে- নারী শিক্ষার প্রসারে।

অধ্যায়-১০: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

১. অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধই হলো— কিশোর অপরাধ।
২. বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কার কিশোর অপরাধীর বয়স
৩. ধরা হয়— ৭ থেকে ১৬ বছর।
৪. রাষ্ট্র ও সমাজের আইন ও নিয়ম ভাঙ্গে যারা— তারা কিশোর অপরাধী।
৫. চুরি, খুন, জুয়া খেলা, মারপিট করা প্রভৃতি হলো— কিশোর অপরাধ।
৬. কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ হচ্ছে— দারিদ্র্য।
৭. সুস্থ পারিবারিক জীবন ও সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশের অভাবে— কিশোররা অপরাধী হয়ে উঠে।
৮. কিশোর অপরাধী হয়ে উঠার আরেকটি কারণ হলো— চিত্তবিনোদনের অভাব।
৯. অর্থ উপার্জন বা লোভে পড়েও অনেকে হয়ে উঠে— অপরাধী।
১০. কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ— সঙ্গদোষ।
১১. বর্তমানে মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলে অনেকে বড় হচ্ছে— কিশোর অপরাধী হয়ে।
১২. পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হয়- পরিবারে কিশোর অপরাধী থাকলে।
১৩. মাদকাসক্তি ও অন্যান্য খারাপ অভ্যাসের সাথে জড়িত থাকে- কিশোর অপরাধীরা।
১৪. শহর ও গ্রামাঞ্চলে অশ্লীল ও অশোভন উক্তি করে- কিশোর অপরাধীরা।
১৫. অনেক সময় প্রতিবাদ করতে গেলে অভিভাবকরাও আক্রমণের শিকার হয়- কিশোর অপরাধীদের দ্বারা।
১৬. পরিবারে সুস্থ মানসিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ থাকলে দূরে রাখা সম্ভব- কিশোর অপরাধ থেকে।
১৭. পরিবারে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে- কিশোররা আর অপরাধে জড়ায় না।
১৮. শিক্ষার প্রভাবে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন কিশোরদের দূরে রাখে- অপরাধ থেকে।
১৯. কিশোর অপরাধের মাত্রা কমে আসবে— শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হলে।
২০. মানসিক বিকাশের জন্য পাঠাগার ও ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপন করলে কমে যাবে- কিশোর অপরাধ।
২১. কিশোররা যেন খারাপ সংস্পর্শে না পড়ে তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে- অভিভাবকদের।
২২. বন্ধুদের প্ররোচনায় কিশোররা সেবন করে- মাদক দ্রব্য।
২৩. কৌতূহল বশত অনেকে জড়িয়ে পড়ে- মাদক গ্রহণে।
২৪. হতাশা থেকে মুক্তি লাভের জন্যও অনেকে গ্রহণ করে- মাদক।
২৫. মাদকাসক্তির একটি বড় কারণ হলো- অপসংস্কৃতি।
২৬. আমাদের সমাজজীবনে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে- মাদকাসক্তি।
২৭. মাদকাসক্তি প্রভাব ফেলছে আমাদের- সামাজিক ও নৈতিক জীবনে।
২৮. হতাশা ও হীনম্মন্যতায় ভোগে- মাদক গ্রহণকারীরা।
২৯. সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে- মাদকের প্রভাবে।
৩০. সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে- মাদক প্রতিরোধে।
৩১. উৎপাদন ও বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করতে হবে- মাদকদ্রব্যের।

Teachingbd.com

অধ্যায়-১১: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

১. দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বাস করে- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার একটি অংশ।
২. বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে বসবাস করে- মঙ্গোলিয় নৃ-গোষ্ঠী।
৩. নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে মঙ্গোলিয় নৃ-গোষ্ঠীর লোক হলো- চাকমারা।
৪. কয়েকটি চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয়- 'আদাম' বা 'পাড়া'।
৫. চাকমা সমাজে রাজার পদটি- বংশানুক্রমিক।
৬. চাকমা সমাজের প্রধান জীবিকা হচ্ছে- কৃষি কাজ।
৭. চাকমাদের অধিকাংশ গ্রামে রয়েছে- 'কিয়াং' বা বৌদ্ধ মন্দির।
৮. তারা ফানুস উড়ায় - মাঘী পূর্ণিমার রাতে।
৯. চাকমা মেয়েদের পরনের কাপড়ের নাম - 'পিনোন' এবং 'হাদি'।
১০. চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব - 'বিজু'।
১১. ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো- গারোরা।
১২. গারোদের আদি বাসস্থান ছিল- তিব্বত।
১৩. গারোরা নিজেদের পরিচয় দিতে পছন্দ করে- মান্দি নামে।
১৪. গারো সমাজ- মাতৃসূত্রীয়।
১৫. গারোদের আদি ধর্মের নাম- সাংসারেক।
১৬. অস্ট্রালয়েড নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত লোক- সাঁওতালরা।
১৭. সাঁওতাল সমাজের মূল ভিত্তি হলো- গ্রাম-পঞ্চায়েত।
১৮. দুই ধর্মের অনুসারী - সাঁওতালরা।
১৯. সাঁওতাল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়- বিশ শতকের প্রথম ভাগে।
২০. সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক ছিল- সিধু ও কানু নামের দুই ভাই।
২১. জনসংখ্যার দিক থেকে মারমাদের স্থান- দ্বিতীয়।
২২. মারমা সমাজের প্রধান হলেন - বোমাং চীফ বা বোমাং রাজা।
২৩. মারমারা সাংগ্রাই উৎসবে মেতে উঠে- 'পানিখেলা' বা 'জলোৎসব' নিয়ে।
২৪. কর্ণফুলি নদীর তীরে মারমাদের নির্মিত বৌদ্ধ বিহারের নাম হলো- 'চিৎমরম বৌদ্ধ বিহার'।
২৫. মারমা গ্রামগুলো নির্মাণ করা হয়- নদীর তীরে সমতল স্থানে।
২৬. 'রাখাইন' শব্দটির উৎপত্তি প্যলি ভাষার- 'রাক্ষাইন' থেকে।
২৭. রাখাইনদের আদিবাস- মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলে।
২৮. রাখাইনরা ঘর বানায়- মাচা পেতে।
২৯. রাখাইন সমাজ- পিতৃসূত্রীয়।
৩০. রাখাইনদের ঐতিহ্যের প্রতীক- পাগড়ি।

অধ্যায়-১২: বাংলাদেশের সম্পদ

১. প্রকৃতি থেকে পাওয়া সম্পদই- প্রাকৃতিক সম্পদ।
২. দেশের ১০ ভাগের এক ভাগ অঞ্চল - পাহাড়ি এলাকা।
৩. পানি প্রবাহ থেকে উৎপাদন করা হয়- বিদ্যুৎ।
৪. বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ - ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার।
৫. সাগরের পানি থেকে আমরা উৎপন্ন করি - লবণ।
৬. বন রয়েছে মোট ভূ-ভাগের - ১৬ ভাগ।
৭. বাংলাদেশে দক্ষিণে রয়েছে - বঙ্গোপসাগর।
৮. কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ার ফলে বাড়ছে- কর্মসংস্থান।
৯. কৃষিকাজে সেচ দিতে আমরা ব্যবহার করে থাকি - নদী খাল-বিল- হাওড়ের পানি।
১০. খাদ্য, পণ্য উৎপাদন, বন্টন ও ভোগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে- মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা।
১১. জীব যে নিয়মে প্রকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকে তাকে বলে- জীববৈচিত্র্য।
১২. তাপমাত্রা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিলুপ্তি ঘটেছে- অনেক প্রাণীর।
১৩. পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয় নারায়ণগঞ্জে- ১৯৫১ সালে।
১৪. ২০০৯ - ২০১০ সালে পাটজাত সামগ্রী বিক্রি করে আয় হয়েছে - ৩২ কোটি মার্কিন ডলার।
১৫. ১৯৪৭ সালে এদেশে বস্ত্রকল ছিল - ৮টি।
১৬. এদেশে পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে - তিন হাজারের অধিক।
১৭. ২০১১-১২ অর্থবছরে চিনি উৎপাদিত হয়- ৬৯.৩১ হাজার মেট্রিক টন।
১৮. ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ জুতা রপ্তানি করে আয় করে- ১৯ কোটি মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
১৯. শিল্পায়নের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে- কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা।
২০. গার্মেন্টিস শিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছে- প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ।

অধ্যায়-১৩: বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলে - ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত।
২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় - ১৯৩৯ সালে।
৩. 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২০ সালে।
৪. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় -১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর।
৫. ৫০টি দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল- জাতিসংঘ।
৬. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।
৭. শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করে- 'ইউনেস্কো'।
৮. FAO প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৫ সালে।
৯. বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখে -WHO।
১০. ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত UNFPA এর সদর দপ্তর - নিউইয়র্কে।
১১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত হয়- 'ন্যাটো'।
১২. বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো- ওআইসি।
১৩. বাংলাদেশ ওআইসি এর সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।
১৪. ওআইসি-এর অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি।
১৫. ১৯৫৭ সালে গঠিত হয় - ইইউ।
১৬. ইইউ প্রধান কার্যালয় অবস্থিত- বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে।
১৭. ইইউ দেশগুলোর মধ্যে প্রচলিত একক মুদ্রার নাম- ইউরো।
১৮. ওএইউ এর পুরো নাম- 'অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি'।
১৯. ওএইউ এর সদস্য সংখ্যা- ৫৩।
২০. ওএইউ প্রতিষ্ঠিত হয় - ২০০২ সালে।

Teachingbd.com